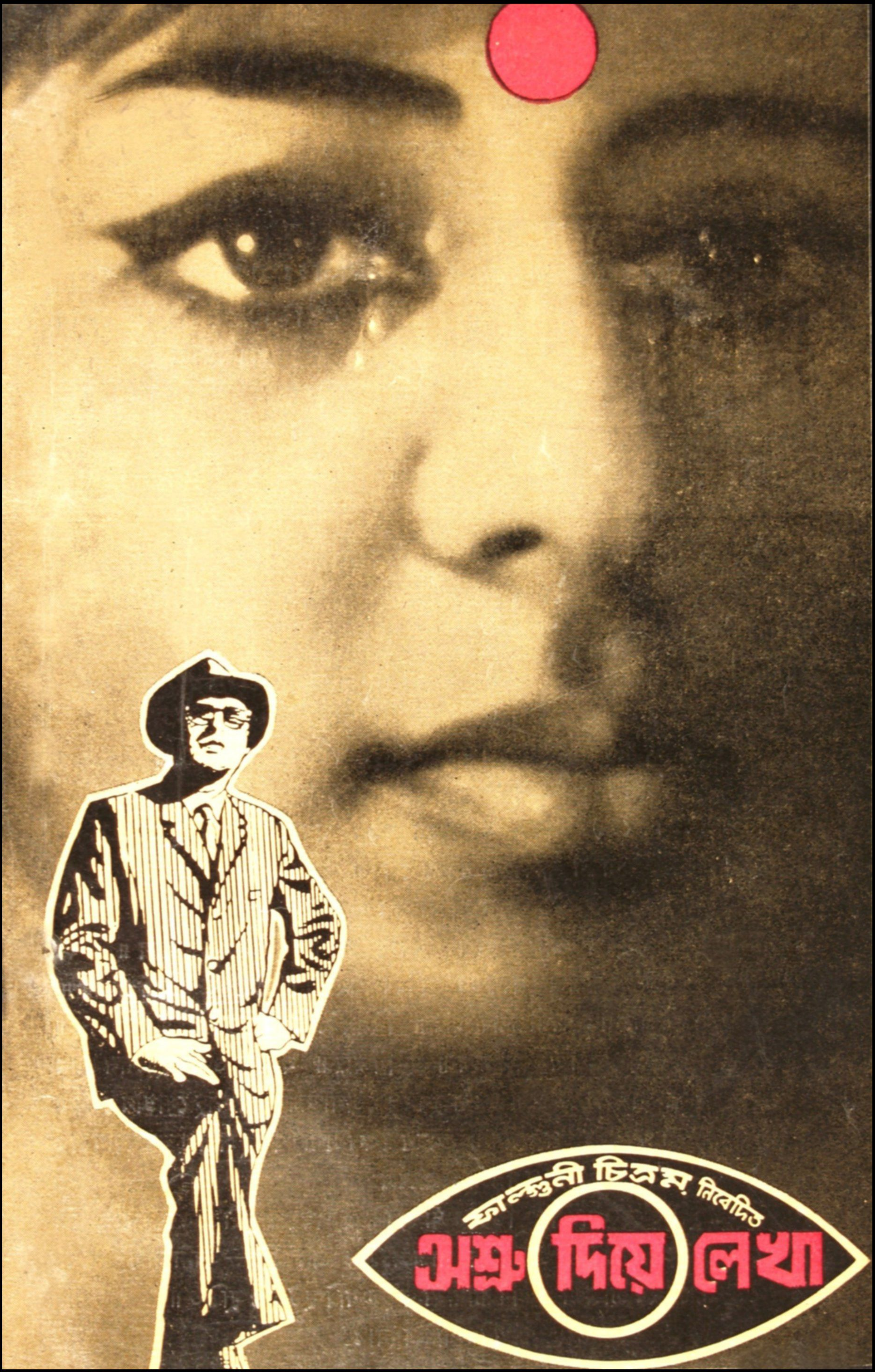
ফাল্গুনী চিত্রম্ নিবেদিত
অশ্রু দিয়ে লেখা

ফাল্গুনী চিত্রম্-এর

অশ্রু দিয়ে লেখা

(প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য)

প্রযোজনা ঃ

দীনেশ দে ও অমা ঘোষ

চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা ঃ **অমল দত্ত**   সংগীত ঃ **অভিজিৎ ব্যানার্জী**

কাহিনী ঃ মেঘনাথ
চিত্রশিল্পী ঃ বিজয় দে
সম্পাদনা ঃ রমেশ যোশী
শিল্প-নির্দ্দেশ ঃ গৌর পোদ্দার
শব্দগ্রহণ ঃ জে, ডি, ইরাণী ॥ অনিল তালুকদার
সংগীতগ্রহণ ও শব্দ পুণর্যোজনা ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ
কর্মসচিব ঃ অজিত দত্ত
রূপসজ্জা ঃ অনাথ মুখার্জী
ব্যবস্থাপনা ঃ দেবু ব্যানার্জ্জি
সাজ-সজ্জা ঃ কানাই দাস (আর্ট ড্রেসারও কর্ণওয়ালিশ এক্সচেঞ্জ)

পৃষ্ঠপোষক ঃ বি, ডি, কেডিয়া এণ্ড কোং ॥ বুদ্ধদেব মুখার্জী
প্রচার-পরিকল্পনা ঃ রঞ্জিৎ কুমার মিত্র
প্রচারে ঃ পিন্টু দত্ত
গীত রচনা ঃ শিবদাস ব্যানার্জী ॥ অমল দত্ত ॥ অভিজিৎ
নেপথ্যকণ্ঠে ঃ হেমন্ত মুখার্জী ॥ সন্ধ্যা মুখার্জী ॥ শ্যামল মিত্র ॥ "বাণীচক্র"
স্থির-চিত্রে ঃ আর্টিকো (শ্যাম মণ্ডল)
পটশিল্পী ঃ কবি দাশগুপ্ত
পরিচয়-লিখন ঃ বাদল সেন

আলোক-সম্পাতে ঃ হেমন্ত দাস ॥ মনোরঞ্জন দত্ত ॥ সুখরঞ্জন দত্ত ॥ দেবেন দাস ॥ অনিল সরকার ॥ বিনয় ঘোষ ॥ মংগ্র,

সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনায় ঃ রাজ কুমার রায়চৌধুরী ॥ মনীশ রায় ॥ অভিজিৎ লাল ॥ মধু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সংগীত ঃ বিপ্লব গুহরায় ॥ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সম্পাদনা ঃ কালীপ্রসাদ রায় ॥ শিল্প-নির্দ্দেশে ঃ মৃণাল কান্তি দাস ॥ শব্দগ্রহণ ঃ সিদ্ধিনাথ নাগ ॥ সুনীল রায় ॥ সংগীত ও শব্দপুণর্যোজনায় ঃ জ্যোতি চ্যাটার্জ্জী ॥ এডাল মুলন ॥ ভোলা সরকার ॥ পাঁচু গোপাল ঘোষ ॥ রূপসজ্জা ঃ পঞ্চু দাস ॥ অমল চক্রবর্তী ॥ বিলু রাণা ॥ ব্যবস্থাপনা ঃ নিমাই দত্ত ॥ পটশিল্পে ঃ প্রবোধ

॥ ইন্দ্রপুরী ও টেকনীসিয়ান্স ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ প্রাঃ লিঃ—অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চ্যাটার্জী ও রবি ব্যানার্জী কর্তৃক পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত ॥

বিশ্ব-পরিবেশনা ঃ

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

গল্পাংশ

মশালের আলোতে লাল হ'য়ে ওঠে রাতের আকাশটা, আদিবাসীদের বীভৎস হুঙ্কারে কেঁপে ওঠে পাহাড়গুলো। গাড়ী থামায় প্রতাপ চৌধুরী। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দেখে পল্লীবালা টুস্কিকে নিয়ে চলেছে কুন্দন, কোলিয়ারী "মিনজার' সাহেবকে ভেট দিতে। প্রতাপের তরুণ রক্তে উত্তেজনার ঢেউ ওঠে। ছুরী হাতে এগিয়ে আসে কুন্দন। হঠাৎ, গর্জে ওঠে মানব দরদী জন্ বিশ্বাস। শান্ত করে ঘরে ফেরায় সবাইকে। খুশী হতে পারেনা প্রতাপ। কোলিয়ারীর দেখাশুনা করতে এসে প্রথম দর্শনেই অভিজ্ঞতা হয় তার ঃ যেমন নোংরা জায়গা—তেমন নোংরা লোকগুলো। আপত্তি করে জন্ বিশ্বাস—পাপ নিয়ে কেউ জন্মায় না, জন্মে পাপী হয়—পরিবেশে। একমত হতে পারে না প্রতাপ।

কোলিয়ারী সফরের কয়েকদিনের মধ্যেই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল পাতে ম্যানেজার হিমাদ্রী সেন। প্রতাপ সন্দেহ করে কুন্দনকে। আর তারই খোঁজে পথ চলতে চলতে এসে দাঁড়ায় প্রকৃতির কোলে। দেখা হয় সীমার সঙ্গে। জন্ বিশ্বাসের একমাত্র মেয়ে সীমা। ভরা তারুণ্যে উজ্জ্বল, উচ্ছল, চঞ্চল। প্রকৃতিরই মত সুন্দর, সুবুজ, সজীব। এই সবুজেরই বুকে অবুঝের মত তার নিত্য খেলা, নিত্য চলা, ভাললাগে প্রতাপের। এই ভাল লাগাই ধীরে ধীরে রূপ নেয় ভালবাসার। দিন যায়, দিন আসে, আপন উচ্ছাসে মেতে ওঠে তারা।

দুটি তরুণ মনে জাগে চঞ্চলতা, রক্তে ডাকে বান, এক অনাস্বাদিত আনন্দস্রোতে ভেসে যায় তারা। ম্যানেজার হিমাদ্রী সেনের নির্দেশে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করে কুন্দন।... চিন্তিত হয় হিমাদ্রী। সহকারী তারিণী সান্যালকে দিয়ে গোপনে চিঠি দেয় কোলকাতায়—প্রতাপের মায়ের কাছে! ...ফিরে যেতে হয় প্রতাপকে—কোলকাতায়।

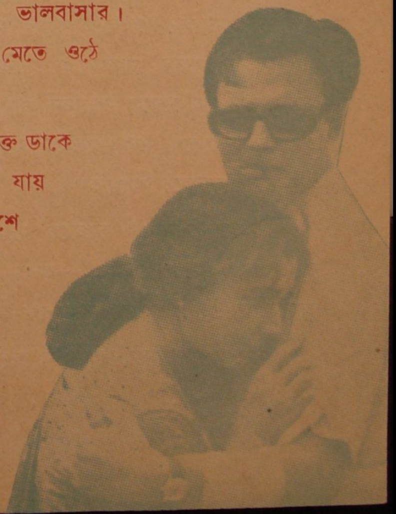

দীর্ঘদিনেও প্রতাপের দেখা না পেয়ে গুম্‌রে কেঁদে ওঠে সীমা। কারণ, কুমারী হয়েও প্রতাপেরই রক্তে জন্ম নেয়া সন্তানের মা হতে চলেছে সে।

এদিকে জীবনের প্রথম প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়ে দিশেহারা প্রতাপ একদিন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মায়ের শত বাধা অগ্রাহ্য করে ছুটে আসে সীমার কাছে।

কিন্তু, কোথায় সীমা? কোথায় জন্ বিশ্বাস? তারিণীর মুখে শুনে, কোলিয়ারীর টাকা মেরে জন্ পালিয়ে গেছে। বিদ্বেষে ভরে ওঠে প্রতাপের মন।

তাই সীমাকে ভুলতে মায়ের প্রস্তাবে রাজী হয় প্রতাপ, গোপাকে বিয়ে করে।

সুযোগ বুঝে হিমাদ্রী সেন প্রতারণা করে প্রতাপের মাকে।

হিমাদ্রীর ভয় হয়, পাছে আসল সীমা আত্মপ্রকাশ করে, তাই চেষ্টাকরে সীমা আর তার শিশু সন্তানকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে।

টাকা টাকার লোভে পাগল হয় কুন্দন....জীবনের একমাত্র সহায় সম্বল খোকনকে হারিয়ে চিৎকার করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোলে উন্মাদিনী সীমা। আর নিষ্ঠুর কুন্দন, হিমাদ্রীর নির্দেশে এক গভীর অরণ্যে জীবন্ত সমাধিস্থ করতে আনে সেই ফুট্‌ফুটে শিশুকে।

হিমাদ্রী সেন এর চক্রান্তে সীমা আজ নিঃস্ব তার জন্য দায়ী কে? প্রতাপ চৌধুরী,—কুন্দন—না তারিনী? দর্শকদের আদালতে এই প্রশ্নই রাখবে কুন্দন—

মানুষ পাপ নিয়ে জন্মায় না জন্মে পাপী হয়—

সঙ্গীত

(২)

চোখের পাতায় চোখের পাতায়
অমন করে কে ঢেউ তোলে
তেমন ক'রে সে কি দোলে
আড়াল থেকে মন যে দোলায়
আহা-নানা সে আসেনা সে ডাকেনা
সে বাঁধেনা ভালোবাসায়॥
ভালোবাসার রঙে আহা যে নাম আমি লিখি
মনের খাতার পাতায় পাতায়
তারি ছবি দেখি
যে কথার মালা রঙিণ সুরে
বারে বারে সাজায়॥
আহা-নানা সে আসেনা সে ডাকেনা
সে বাঁধেনা ভালোবাসায়।
চোখের পাতা জুড়ে যাকে রাখি ধ'রে
মনের দুয়ার খুলে দিয়ে সে রয় দূরে স'রে
মনের কথা যখন আহা বনের পাখী শোনে
বোঝেনা'ত শোনেনা'ত শুধু আপন জনে
যে মনের বীণা নোতুন সুরে
বারে বারে বাজায়
আহা-নানা সে আসেনা সে ডাকেনা
সে বাঁধেনা ভালোবাসায়॥

(১)

ও আকাশ—
রূপালী পাখীরা যেখানে
নোতুনের ইশারা আনে
খেয়ালী হাওয়াতে ভেসেছি
চলেছি আমিও সেখানে।
এই যে ঝরনা ঝরেছে ঝরেছে
জানিনা কোথাসে চলেছে চলেছে
ঠিকানা কোন যায়নিতো রেখে
পাহাড়ী চলা পথ দেখে দেখে—
চলেছি আমিও সেখানে
এখানে ছড়ানো সবুজে সবুজে
কি জানি কি এমন পেয়েছি কি
খুঁজে
উদাসী মন চলে পথ বেয়ে
ভালোবাসার গান গেয়ে গেয়ে
চলেছি আমিও সেখানে।

(৫)

একটি পাখীর এতটুকু বাসা
ভেঙ্গে গেছে আজ ঝড়ে—
ডানা ভেঙে পাখী পড়ে আছে শুধু—
বেদনার বালুচরে।

একটি দীপের আলো দিতে চাওয়া
নিভায়ে দিয়েছে বারে বারে হাওয়া
একটি মনের কান্নার কথা
নিরাশার দীপ গড়ে।
মুছে মুছে যাওয়া স্মৃতি গুলি যেন
ইতিহাস হ'য়ে থাকে
ভেঙে ভেঙে যাওয়া আশার স্বপন
বারে বারে ছবি আঁকে
এই যে আকাশ কালো মেঘে ছাওয়া
পথের ঠিকানা যাবে নাকি পাওয়া
নোতুন দিনের সূর্য্যের আলো
চোখে যেন ঝরে পড়ে।

(৩)

ধরা দিলাম চোখের পাতা জুড়ে
চোখ দুটি তার স্বপ্নে বিভোর হয়
হৃদয় দিয়ে হৃদয় কিনে নিয়ে
হ'লো দুটি মনের একটি পরিচয়॥

(৪)

রসের ঘটা দেখবি যদি
ব্যথার কথা ভোলনা
গোমড়া মুখের ভোমরা পাখায়
হাসির তুফান তোলনা।
ভেট্‌কি লোচন সমাজপতি
খায় দেখিরে সরসরি
আড়াই সের ভাতের সাথে
দুই কুড়ি কই চচ্চড়ি
পেট ভ'রে সে ডিগবাজী খায়
খাবে এবার দোলনা।
বল খেলিতে বংশীবদন ছট্‌ ফট্‌ ছট্‌ ফট্‌ করছে বড়
বল দেখে তার বুকের মাঝে করছে কেমন ধড়ফড়
গোল ঠেকাতে গোল হ'য়ে যায়
বলছে তবু গোল না॥
টুং টাং টুং টাং ছানুপানু খেলে দেখ ঐ পিং পং
থপ্‌ থপ্‌ থপ্‌ লড়াই করে হাতি শিং আর টিংটং
এত সব কাণ্ড দেখে মনের দুয়ার খোলনা॥

রূপায়ণে ঃ

অনিল চ্যাটার্জী ॥ জ্ঞানেশ মুখার্জী ॥ অসিতবরণ ॥ নিরঞ্জন রায় ॥ জহর রায় ॥ মন্মথ মুখার্জী, প্রবীর কুমার (অতিথি)॥ সুখেন দাস ॥ নৃপতি চ্যাটার্জী ॥ অরুণ রায় ।

জ্যোৎস্না বিশ্বাস ॥ সুমিতা সান্যাল ॥ সুনন্দা দেবী ॥ গীতা দে ॥ গীতালি রায় ॥ নীলিমা দাস (অতিথি) ॥ চিত্রা মণ্ডল ॥

মণি শ্রীমানী ॥ রাজকুমার ॥ ধীরাজ দাস ॥ মাঃ চঞ্চল ॥ মাঃ জয়দীপ ॥ ফণী ॥ শিবেন ॥ অমূল্য ॥ করুণ ॥ মানিক ॥ কাশীনাথ ॥ গণেশ ॥ কুমারেশ ॥ অনিল ॥ তপন ॥ সুনীল ॥ দেবেশ্বর ॥ অলোক ॥ জগু ॥ মলয় ॥ শ্রীকুমার ॥ পুষ্কর ॥ জয়দেব ॥ শন্তিশ্বর ॥ সুধীর ॥

মধুমিতা ॥ ইলা ॥ রাধারাণী ॥ আলপনা ॥ মঞ্জু ॥ ঝর্ণা ॥ সুছন্দা ॥ চিত্রা ॥ সুমিত্রা ॥ জয়শ্রী ॥ ভারতী ॥

❉ ❉ ❉ ❉

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

পুলিশ বিভাগ, (কোলকাতা ও আসানসোল) ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, (কলিকাতা), সি, এ্যাণ্ড এম, ঘুশিক কোলিয়ারীর কর্মীবৃন্দ, রামকৃষ্ণ আগরওয়ালা, নন্তু চক্রবর্ত্তী, অমরেশ রায়, চিনু বাবু, সুরেশ ঘোষ সুবল ঘোষ, শচী ঘোষ, ভবতোষ বিশ্বাস, সিদ্ধেশ্বর মিত্র (সিধু), সুনীল বাগ, বনমালী দাস, সুধীর সাহা, ডাঃ ডি, সি, ব্যানার্জী, মমতা গাঙ্গুলী, মন্দিরা ঘোষ, বাবলু গাঙ্গুলী, মলয় নন্দী, খোকন গুহরায়, শোভারাণী দাস, বিভাবতী মুখার্জী, সনজিৎ সেন (শিল্প-নির্দেশক)।

ইম্পি ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স কর্ত্তৃক ২নং চৌরঙ্গী রোড হইতে প্রকাশিত ও ন্যাশন্যাল প্রিন্ট এণ্ড পাবলিসিটি কর্ত্তৃক বিবেকানন্দ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৬ হইতে